সংবাদ

তারিখ: 02 JAN 2014
পৃষ্ঠা: ১৮ কলাম: ৩

মক (Mock) ক্লাসে আমি এবং আমার উপকরণসমূহ

সন্ধ্যা রাণী সাহা

'শিখবে প্রতিটি শিশু' কর্মসূচির প্রশিক্ষক হয়ে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে 'মক' ক্লাস নেয়ার সুযোগ পেয়ে যাই কিছু দিন আগে। মক ক্লাস কথাটি আমাদের কাছে নতুন। কারণ আগে আমাদের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে শিক্ষক যে পাঠটি দিতেন তার নাম ছিল প্রদর্শনী-পাঠ। এটা ছিল সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের একটা নিয়মিত কাজ। সেখানে স্বাগতিক বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে পাঠদান করতেন ওই সাব ক্লাস্টারের কোন শিক্ষক। পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষক এ সুযোগ পেতেন। প্রদর্শনী পাঠে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট কিছু উপকরণসহ আকর্ষণীয়ভাবে পাঠদানে সচেষ্ট থাকতেন। অন্যরা পর্যবেক্ষণ করে গঠনমূলক মতামত দিতেন। পরবর্তীকালে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকবৃন্দ যেন এই পাঠদানকে আদর্শ হিসেবে Follow করতে পারে সে জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন অবশ্য ম্যানুয়ালে এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। মক ক্লাস অনেকটা এমনই। তবে পার্থক্য হলো এই ক্লাসে শিক্ষার্থীর role play করেন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকরা। দুই-তিনজন শিক্ষককে রাখা হয় পর্যবেক্ষক হিসেবে। তারা নোট রাখেন এবং পাঠ শেষে উন্নয়নমূলক আলোচনায় অংশ নেন। মক ক্লাসে আমাকে ব্যতিক্রমধর্মী কিছু করতে হয় যা গতানুগতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থেকে একেবারেই ভিন্ন। এমন একটি পাতানো অথচ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে প্রবেশের জন্য আমার পূর্বপ্রস্তুতির কথা কিছু না বললেই নয়।

আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বাংলা ক্লাস নিলাম পরপর কয়েকদিন। রাত জেগে ৩১-০৩-২০১৩ তারিখে প্রথমে একটি লুডু তৈরি করলাম। ঘর ঝাড়ু দিতে গিয়ে বিকেলে একটি ভাঁজ করা লুডু আকৃতির কাগজ পেয়ে গেলাম। আমি ওটাকে ক্যালেন্ডারের কাগজের উল্টো পিঠের সাদা অংশ দিয়ে ঢেকে ফেললাম। এরপর দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরাতন এবং বাংলা বই থেকে বড় এবং ছোট করে লেখা কিছু শব্দ এবং বাক্য কেটে নিলাম। লুডুর ওপর প্রথমে তিনটি ফুলগাছ এঁকে নিলাম। এতে তিনটি বড় বড় ফোটা ফুল, দুটি ছোট পাতা আঁকলাম। মাঝখানের উপরের দিককার ফুলের পাঁচটি পাপড়ির মধ্যে লাগালাম এই ধান, নতুন ধান, দই, দই চাই, দই নাই, তা তা থৈ থৈ, বই কই, মই কই, পাখা কই, চুপচাপ থাকি খাই, পথ চলি। পাঁপড়ির মধ্যেকার গোল দাগের মধ্যে রাখলাম 'সে ইঁদুরকে ছেড়ে দিল' এই বাক্যটি। বাম পাশের ফুলের চারটি পাঁপড়ির মধ্যে লাগালাম আখ, চাকা, চাকা কই, ঢাকি, আটা, কাক, ওই কাক, খই খাই, বই কই, কাগজ চাই এবং ওই কাগজ। মাঝের গোল লাল অংশে লাগালাম 'সিংহের দয়া হলো'- এই ছোট্ট বাক্যটি। ডানদিকের ফুলের পাঁপড়ি চারটার মধ্যে লাগালাম কাঠি চাই, কাক, ডাকি, তা তা থৈ থৈ, এই চাকা, ওই ঘি, ঘি চাই আর পাঁপড়ির মাঝখানের গোল দাগের মধ্যে লাগালাম গরু চরে, ঘরে যাই। নিচের দুটি পাতার বামটির ডাটার মধ্যে লাগালাম ঠেলা চলে, ডালিম খাই। পাতার মধ্যে ঘরের ছবি বসিয়ে 'ঘ তে ঘর' লেখাটি লাগালাম। পাতার শীর্ষে লাগালাম 'টিপ দিয়ে যা' লেখা ছোট্ট বাক্য। পাতার মধ্যকার বসানো ঘরের দু'পাশের খাঁচে পথ কই, নাই খেলা, শেষ বেলা লেখা কাগজ লাগালাম। ডান পাশের পাতার ডাটার মধ্যে লাগালাম টগর দোলে, শীর্ষে লাগালাম 'মাছ কাটলে মুড়ো দেব' এই বাক্যটি। মাঝখানে খইয়ের ডালার ছবি লাগিয়ে উপরে খ এবং নিচে খই লেখা কাগজ লাগালাম। মাঝের ফুলের দু'পাশের ওপরের দিককার ছোট পাতা দুটিতে লাগালাম ঢোল বাজাই, কলা খাই, দুধ খাবার বাটি দেব, বীণা বাজাও, খই চাই, কালো গাইয়ের দুধ দেব, লেখা ছোট ছোট পুরাতন বই কাটা কাগজ। মাঝের ফুলের ডাঁটার মধ্যে লাগালাম এখন শীতকাল এবং উপদেশ- ছোটরাও বড়দের উপকারে আসতে পারে। দু'পাশের ফুল দুটির ডাটার মধ্যে ধান ভানলে কুঁড়ো দেব, ওনি, বলি, উপরে নীল আকাশ, কনে সাজাও লেখা ছোট ছোট কাগজ লাগালাম। লুডুর প্রান্তদেশের তিনদিকে গৃহটি সুন্দর, পৃথিবী বৃহৎ, বৃষ তৃণ খায়, মৃগ কৃষ প্রাণী, মেয়েটি নেচে নেচে গান গায়, ছবিতে গল্প, কাছেই মরুভূমি, পূব দিকে সূর্য ওঠে, দূরে পাহাড়ের চূড়া, লোকটি কৃপণ, আমরা বৃত্ত আঁকি লেখা ছোট ছোট কাগজ আইকা দিয়ে লাগালাম। আর ফুলের ঝাড়ের নিচের প্রান্তে জ তে জবা, ঢ তে ঢোল, ণ তে বীণা, ড তে ডালিম, গ তে গরু, ঙ বর্ণ, ট তে টগর, ঠ তে ঠেলাগাড়ি, ক তে কলা, ঞ বর্ণ এবং জবা, ঢোল, ডালিম, গরু, টগর, ঠেলা, কলা এসবের ছোট ছোট ছবি আমার পছন্দমতো লাগালাম। ফুলের ঝাড়ের একবারে নিচে 'সোনা নয় রুপা নয় দিলাম মোতির মালা, তাইতে ছোটন ঘুমিয়ে আছে ঘর করে উজালা', নওয়াব বাড়ির হাটে, চাঁদের কপালে, এসব ছোট ছোট বাক্য লাগালাম। এবার উপহার পেঁচানোর লাল রংয়ের তেল-তেলে আকর্ষণীয় কাগজ দিয়ে হলুদ রংয়ের স্কচটেপের সাহায্যে লুডুতে মলাট লাগিয়ে দিয়ে দিলাম। ফুলের ঝাড়ের পাশে সাইন পেন দিয়ে 'সন্ধ্যা' অর্থাৎ আমার নাম লিখে তারিখটা লিখে দিলাম। লুডুটি এভাবে তৈরি করার উদ্দেশ্য হলো একটি ক্লাসের সব স্তরের শিক্ষার্থী এটি পড়তে পারবে। এতে 'কার' (া, ি-কার ইত্যাদি) চিহ্নবিহীন শব্দ থাকায় যারা 'কার' চিহ্ন চেনে না তারাও যেমন পড়তে পারবে তেমনি যুক্তবর্ণ থাকায় সাবলীল শিক্ষার্থীরাও এটা থেকে রিডিং পড়া শিখতে পারবে। এই উপকরণটি তৈরিতে আমার কোন টাকা খরচ করতে হয়নি। আর এটা তৈরি করতে পেরে আমি যে পরিমাণ আত্মতৃপ্তি পেয়েছি তাও টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টা ছিল exceptional কিছু করে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা। কারণ প্রশিক্ষক শুধু মুখে মুখে বলে দিলেন 'আপনারা এটা করবেন, ওটা করবেন, নিজে কিছুই করে দেখালেন না' এটা তার জন্য শোভনীয় নয়।

আমার বড় ছেলে অমিত আমাকে কাগজ দিয়ে 'জাপানি ওরিগামি' পদ্ধতিতে একটি কানা বগি, একটি কচ্ছপ, একটি ছোট পাখি এবং একটি টুপি তৈরি করে দিল। সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। আমার এসব কাজে সে আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করে থাকে। আমি কানা বগির দু'চোখের স্থানে 'ক্ষ' বর্ণটি সেট করলাম। যেন শিক্ষার্থীরা এটাকে চিনতে আর ভুল না করে। গলায় ক্ষ দিয়ে তৈরি শব্দ যেমন ক্ষতি, ক্ষমা, ক্ষুধা, শিক্ষা, পরীক্ষা, বৃক্ষ লেখা শব্দের মালা আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিলাম। ঘাড় থেকে পাখা পর্যন্ত স্বরবর্ণগুলো লাগিয়ে বর্ণের নিচে বর্ণ দিয়ে তৈরি একটি করে সহজ শব্দ সেট করলাম। পাখায় দিলাম ব্যঞ্জনবর্ণগুলো এবং তা দিয়ে তৈরি একটি করে সহজ শব্দ। লেজে 'কার' চিহ্নগুলো সাজালাম। লেজের আগায় ছোট একটি কানাবগি মাছ খাচ্ছে এবং একটি লাল জামা পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমন ছবিটি রাখলাম। পাখার কোণায় পুরানো বই থেকে কেটে আকর্ষণীয় ছোট ছোট কয়েকটি ছবি সেট করলাম। এবার পাখিটাকে অমিত পরিত্যক্ত কলম, কম্পিউটারের মাউস এবং নারকেলের মালা একত্রিত করে স্কচটেপ দিয়ে শক্ত তলা তৈরি করে তার ওপর বসিয়ে দিল। পাখির পায়ে 'কানা বগির ছা' লেখাটি পরিচয়ের জন্য দিলাম। অমিতের তৈরি ছোট পাখিটাকে আমি একটি শক্ত কৌটার ওপর স্কচটেপ এবং আইকা গাম দিয়ে আটকালাম। কৌটার গা দিয়ে আমি কুকুর, কবুতর, বিড়াল, কাক, কোকিল এবং মোরগের ছোট ছোট আকর্ষণীয় ছবিগুলো লাগালাম। প্রতিটি ছবির ওপরে 'ডাকে' শব্দটি লাগিয়ে দিয়ে পাখার ওপর রাখলাম কোকিল, কুহুকুহু, কবুতর, বাগবাকুম, কুকুর, ঘেউ ঘেউ, বিড়াল, মিউ মিউ, মোরগ, কক কক, কাক, কা কা লেখা কাগজ। শিক্ষার্থীরা প্রথমে ছবি দেখে প্রাণীটি চিনবে তারপর এভাবে পড়বে 'কবুতর ডাকে বাক বাকুম'। কচ্ছপটির পিঠের ওপর হ্রস্ব কতুর বর্ণনা লাগালাম। মুখে পায়ে এবং পিঠের কিনারে হঠাৎ ঝড়, বিষম ভয়, সিংহ হলো বনের রাজা, বাঃ কি চমৎকার চাঁদ, হোঁচট খেল, দুঃখ পেল এসব ছোট ছোট সাধারণ বাক্য লাগালাম। কাগজের কচ্ছপটিকে শক্ত এবং স্থায়ী করার জন্য আমি এটার পেটের মধ্যে একটি শক্ত ছোট কার্টুন এবং নিচে প্লাস্টিকের দুটি ২৫০ লিটারের সেভেনআপের বোতল সেট করলাম। আমার মাথার টুপিটার ওপর আমি সাইনপেন দিয়ে সৌরজগৎ এঁকে নিলাম। একটি পরিত্যক্ত রসমালাইয়ের বাটির ওপর সাদা মোটা ক্যালেন্ডারের কাগজ আইকা গাম দিয়ে দিয়ে লাগিয়ে তার উপরে পুরাতন বই কেটে ছোট ছোট আকর্ষণীয় সব ছবিগুলো কেটে কেটে বসালাম। এটিও শ্রেণীর সব স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ শেখার মতো করে তৈরি করা হলো। লুডুর ছক্কার মতো তিনটি আকৃতি একটু বড় করে তৈরি করে সেগুলোর গায়ে ছোট ছোট শব্দ বসিয়ে দিলাম। ছক্কাগুলো ছুড়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দ পাবে এবং পড়া শিখবে। ইনভাইটেশন কার্ডের গায়ে দুটো বর্ণাকৃতির ছিদ্র করে তার মধ্যে শিক্ষার্থীদের নাম লেখা মালা আঠা দিয়ে আটকে দিলাম। শিক্ষার্থীরা তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেন নিজের নামটি খুঁজে বের করতে পারে। আরেকটি মালার মধ্যে বড় বড় করে লেখা বইয়ের শব্দ সেট করলাম। মাঝে মাঝে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি আটকে দিলাম। যেমন সাপের ছবি লাগিয়ে তার নিচে শব্দ সাজালাম এভাবে সাপুড়ে, সাপ, খেলায়। শিক্ষার্থীরা এসব নাড়াচাড়ার সময় শিক্ষকের সঙ্গে যেন এক হয়ে মিশে যায় এভাবে তৈরি করলাম আরও কিছু বিনামূল্যের উপকরণ। আর বুক-কর্নারের জন্য আর্ট পেপার কেটে লম্বা ভাঁজ দিয়ে তার মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর পুরাতন বই খুলে দুটি করে পাতা স্ট্যাপলার দিয়ে লাগিয়ে দিলাম। মলাটে আকর্ষণীয় নাম লিখলাম। যেমন- আমাদের ছোট নদী, জলপরি ও কাঠুরে, সুন্দরবন ইত্যাদি। অর্থাৎ গল্প বা কবিতা ভেতরে রেখে নামটি বইয়ের নাম হিসেবে ওপরে লিখলাম আর কি। ছোট দলে কাজের জন্য বাক্য-শব্দ কার্ড, বর্ণ কার্ড, শব্দার্থের কার্ড, বাক্য রচনার 'কার' চিহ্নের কার্ড যুক্তবর্ণের কার্ড পরের চরণ মেলানোর কার্ড এসবও তৈরি করলাম। ছোট দলের জন্য আরেকটি লুডুর মধ্যে সাইনপেন দিয়ে এমন এমন বাক্য লিখে নিলাম যেন শ্রেণীর সব স্তরের শিক্ষার্থীদের কাজে আসে। একটি লম্বা ও শক্ত ওষুধের কার্টুনের টুকরোতে সাদা ক্যালেন্ডারের কাগজ দিয়ে কভার দিয়ে তার ওপর মার্কার পেন দিয়ে হাতে লিখলাম দু'রঙের বাক্য। একটি কালো রঙ দিয়ে লেখা বাক্য এবং আরেকটি লাল রঙ দিয়ে লেখা বাক্য। কালো রঙের বাক্যগুলো যুক্তবর্ণহীন আর লাল রঙ দিয়ে লেখা বাক্যগুলো যুক্তবর্ণের। এমন আরও কিছু আকর্ষণীয় উপকরণ আমি নিজে বিনে পয়সায় তৈরি করে নিলাম নিজের খেয়ালে।

[আগামীকাল দেখুন]